পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

নং :- ৪৯৪৫/পি.এন./ও/ ১/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-৩) **তারিখ: ১০. ১২. ২০০৮**

আদেশনামা

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (প. ব. আইন ১৯৭৩-এর ৪১)-এর ১৬ক ধারার (৬) উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী গ্রাম সংসদগুলিকে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিষয়টি সুনিশ্চিতকরনের মাধ্যমে রূপায়ণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমান বন্টন সমেত নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নের কাজ করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪-এর ৭০ নিয়মের (৪) উপনিয়মে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে এই মর্মে বিধান হয়েছে যে সভায় উপস্থিত গ্রাম সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের দ্বারা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন ;

এবং যেহেতু পূর্বোক্ত নির্বাচন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হ'ল যে গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠীকে সনাক্ত করা যার দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন তরান্বিত হবে এবং কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশ্বাস ব্যতীত স্বাধীন ভাবে এক সাথে কর্ম সম্পাদিত হবে ;

এবং যেহেতু এই ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উন্নয়নের স্বার্থে জনসাধারণকে একত্রিত করানোর কাজে ব্রতী হবে, বিনা ব্যয় বা খুব স্বল্প ব্যয়ে কাজ গ্রহণ করবে এবং স্থানীয় ভাবে জনসাধারণকে একত্রিত করে তহবিলের একটি অংশ এরূপ কাজ কর্মে প্রদত্ত হবে ;

এবং যেহেতু এটি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনকালে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য, ক্রিয়া এবং লক্ষ্যের ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু স্থানে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ;

এবং যেহেতু ইতিমধ্যে এরূপ তথ্য পাওয়া গেছে যে নাগরিকদের রাজনৈতিক পছন্দ প্রকাশ করে অন্য রাজনৈতিক আদর্শে মুক্তভাবে গ্রাম সংসদ সদস্যদের ভোট দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যেটি একান্তভাবে কাম্য নয় এবং ঐ পদ্ধতির এরূপ প্রারম্ভিক স্তরে সূক্ষ্ম বিভেদ সৃষ্টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে ;

এবং যেহেতু গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনকালে যে কোন অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানোর ক্ষেত্রে ঐ সমিতি গঠনের পদ্ধতি ও ধারনা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হ'লে তা দূর করার জন্য গ্রাম সংসদের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হ'লে তবেই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা বাঞ্ছনীয় ;

এবং যেহেতু একই সময়ে একই মুক্ত মঞ্চে কয়েকশত মানুষের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হওয়া প্রকৃতই অসুবিধাজনক সেহেতু ঐ এলাকায় একসাথে বিদ্যমান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করা আবশ্যিক ;

অতএব, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (প. ব. আইন ১৯৭৩-এর ৪১)-এর ২১২ ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল সানন্দে এই মর্মে নির্দেশ দান করছেন যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সমন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা সকলকে জ্ঞাত করতে ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনে জোর দেওয়ার জন্য ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে গ্রাম সংসদ থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ ও বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যাঁরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে আলোচনা তাঁদের নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করবেন যাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ও অন্য কোন পৃথক কর্মসূচি ব্যতিরেকে তাঁদের গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারেন । নির্বাচিত সদস্য ও বিরোধী সদস্যগণ যুগ্মভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিত ভাবে জানাবেন যে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ

পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪-এর ৭২ নিয়ম অনুযায়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য ব্যক্তিবর্গের তালিকা শনাক্ত করবেন ।

রাজ্যপাল আরো একবার সন্তুষ্ট হয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন যে সাধারণভাবে প্রধান ঐ তালিকা গ্রহণ করবেন অথবা যদি এই বিষয়ে কোন আপত্তি ওঠে তবে তিনি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচিত ও বিরোধী সদস্যদের সাথে ঐক্যমত্যের লক্ষ্যে আলোচনা করবেন ।

রাজ্যপাল সন্তুষ্ট হয়ে আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে ঐ তালিকার প্রতিলিপি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার মধ্যে অন্য দুটি সুবিধাজনক স্থানে প্রকাশিত হবে এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের বিস্তারিত বিবরণ প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক একটি সার্বজনীন ঘোষণা গ্রাম সংসদ এলাকার মধ্যে করা হবে ; যদি কোন কারণে এরূপ ঐক্যমত্য না হয়, তদে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন স্থগিত থাকবে । এটি পুনর্বার উল্লেখ করা হচ্ছে যে পূর্ববর্ণিত ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্ব-উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রকৃত কার্যাবলীর উৎসাহ দেবেন ।

রাজ্যপাল সন্তুষ্ট হয়ে আরও একবার নির্দেশ দিচ্ছেন যে এই নির্দেশনামা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সকলে অবিলম্বে কাজ করবেন এবং যে সকল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে তা কর্ম সম্পাদনে ব্রতী থাকবে এবং এই আদেশ দ্বারা তার কোন ছেদ ঘটবে না ।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪-এ একটি সংশোধনীর প্রস্তাব রাখা হচ্ছে এবং ঐ সংশোধনী কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে ।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,

স্বাঃ- মানবেন্দ্রনাথ রায়

প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং :- ৪৯৪৫/ ১(৭৮০)/পি.এন./ও/ ১/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-৩) **তারিখ: ১০. ১২. ২০০৮**

আদেশনামার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়ত ও গ্রামান্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া ।

৩. সভাধিপতি .....জেলা পরিষদ (সকল) ।

৪. জেলা শাসক .....জেলা (সকল) ।

৫. বিভাগীয় কমিশনার,.....(সকল) ।

৬. মহকুমা শাসক .....মহকুমা (সকল) ।

৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক .....জলা (সকল) ।

৮. ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ..... ব্লক (সকল)।
আদেশনামার অনুলিপি তাঁর অধিকারের মধ্যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের বন্টনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

৯. সভাপতি, ...পঞ্চায়েত সমিতি (সকল) ।

১০. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব / রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ।

(মধুমিতা রায়)
যুগ্মসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার